'ভোলা' কুকুর

ভোলা নামে কুকুর প্রভুর বাড়ী রয়।
কোথা হ'তে দৈবে আসি লইল আশ্রয়।।
ঠাকুরের মন জানি সে ভোলা কুকুর।
সাথে সাথে যায় যথা গমন প্রভুর।।
ভক্তগণ যায় যদি প্রভুর বাটীতে।
প্রিয়ভক্ত গেলে থাকে তার নিকটেতে।।
স্কন্ধপরে হাত দিয়া মুখ দিয়া মুখে।
অনিমেষ নেত্রে মুখ তাকাইয়া দেখে।।
কোন কোন ভকতের সাথে বসে খায়।
নির্ব্বিকার ভক্ত পেলে কিছু নাহি ভয়।।
একদিন তারক আহারে বসেছিল।
সঙ্গেতে কুকুর ভোলা খাইতে লাগিল।।
তারক বলে না কিছু দেখিয়া ঠাকুর।
ডেকে বলে "তাড়াইয়া দেও হে কুকুর।।"
তখনে তারক কুকুরের মাথা ধরে।
উঠিয়া চলিল ভোলা দূরে গেল সরে।।
তাহাতে তারক বড় পাইলেন স্বাদ।
খাইলেন কুকুর সে ভোলার প্রসাদ।।
একদিন অনেক মতুয়া ভাদ্রমাসে।
প্রভু দরশনে গেল ওড়াকান্দী বাসে।।
ভক্তের নিকটে ভোলা ঘুরিয়া বেড়ায়।
কারো কাছে গিয়া তার নিকটেতে রয়।।
কারো স্কন্ধে হাত দিয়া ক্ষণকাল রয়।
হাত নাড়ে মুখ নাড়ে লাঙ্গুল ঘুরায়।।
এক একবার গিয়া কাহারো নিকটে।
গন্ডস্থল চাটে কারো পদধূলি চাটে।।
রামকৃষ্ণ বিশ্বাস বসতি মল্লকান্দী।
তিনি যান সেদিন শ্রীধাম ওড়াকান্দী।।
বলেছেন 'দিন গেল রবি ডুবে যায়।
লোকসংখ্যা হ'ল বৃদ্ধি বাড়ী যেতে হয়।।
ঠাকুর আছেন ঘরে না হ'ন বাহির।
কহিতে নারিনু কিছু জীবন অস্থির।।
ক্ষণেক ভ্রমন করি মনেতে ভাবিয়া।
সেই ভোলা কুকুরকে ধরিলেন গিয়া।।
স্কন্ধপরে হাতা দিয়া চাটিবারে চায়।
হেনকালে রামকৃষ্ণ কুকুরকে কয়।।
"আলাপ করতো ভাল আমরা কি করি?
তাহাতো দেখনা তুই অই দুঃখে মরি?
যাহ ভোলা একবার প্রভুর গোচরে।
বলগে অনেক লোক বাড়ীর বাহিরে।।"
ভোলা গেল রামকৃষ্ণ গেল পিছে পিছে।
ভোলা গেল যেই গৃহে প্রভু শোয়া আছে।।
যবে ভোলা কুত্তা গেল পদের নিকটে।
মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ শয্যা হ'তে উঠে।।
প্রভু বলে "আসি আমি সবে বল গিয়া।
আসিতেছি কিছুক্ষণ থাকুক বসিয়া।।"
তাহা শুনি ভোলা কুত্তা আসিয়া বাহিরে।
আসিতেছে ঠাকুর দেখা'ল লেজ নেড়ে।।
কিছুক্ষণ পরে এল প্রভু দয়াময়।
মনোকথা কহি সবে করিল বিদায়।।
ভোলা কুত্তা পরিচ্ছদ হ'য়ে গেল সাঙ্গ।
রচিল তারকচন্দ্র কুকুর প্রসঙ্গ।।

ময়না পাখীদ্বয়

প্রভুর চরিত্র কথা মধুর বর্ষণ।
এবে শুন ময়না পাখীর বিবরণ।।
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা গানের কারণ।
দলসহ ঢাকাধামে করিনু গমন।।
বাল্যকাল হ'তে সদা করি কবিগান।
প্রথমেতে যবে কৈনু দলের সাজান।।